ফুসকুরি



শূলপাণি শর্মা

ফুসকুরি

শূলপাণি শর্মা



কুটুমবাড়ি
মিলনপল্লি, ডাক : হৃদয়পুর
কোলকাতা ৭০০ ১২৭
দৌড় প্রকাশনা
কথা : ০৩৩-২৫৬২ ৩৯৩৮

ফুসকুরি
শূলপাণি শর্মা-র ছড়া সংকলন

প্রথম প্রকাশ : লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০০৮
(লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ আয়োজিত)

প্রকাশক : দীপিকা বিশ্বাস
কুটুমবাড়ি, মিলনপল্লি, ডাক : হৃদয়পুর, কোলকাতা-১২৭
আলাপন : ৯৪৩৩১৪১৬৩৫ এবং ৯৪৩২৩৩০৮১২

গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকার

অক্ষর বিন্যাস : রূপালী কম্পিউটার
বারাসাত, কোলকাতা ৭০০ ১২৪

মুদ্রক : দে'জ প্রিন্টার্স
কে.বি. বসু রোড, বারাসাত, কোলকাতা ৭০০ ১২৪

পরিবেশক : বইঘর, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কোলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : হাশেম খান

মূল্য : ৫০ টাকা



উৎসর্গ

অসঙ্গতির জনক জননীদের...

অ ল মি তি

এতকাল শারীরিক 'ফুসকুরি'র সঙ্গে পরিচয় থাকলেও, মানসিক 'ফুসকুরি' অচেনাই ছিল। তবু, কেন 'ফুসকুরি'র বিষ এবং বিষোদ্গার? এককথায় উত্তর: অসঙ্গতি। যে কোনো কালের জীবনযাপনে— অভ্যাস অনভ্যাসে অথবা নিছক অনুকরণে এই অসঙ্গতি, গড়পড়তা মানুষের পক্ষেও নজর এড়িয়ে যাওয়া কঠিন এবং যা কিনা একই সঙ্গে জন্ম দিয়ে যায় অসহায় ক্ষোভ, অনপনেয় ঘৃণা, প্রতিকারহীন প্রতিবাদ— তাই যেন ফুটে উঠতে থাকল সাম্প্রতিক মনোভাব আর ভঙ্গিতে। বলা যায়, একেবারেই প্রস্তুতিহীন। প্রায় অভাবিত এক আকস্মিকতার প্রকাশ যেন। অন্য কোনো গূঢ় কার্যকারণ আছে কিনা, বলা শক্ত। হয়তো অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আমার কাজ নয়।

অসঙ্গতি কি কেন কিসের— সহজ কথায় বলা কঠিন। বিশেষত, এই মুহূর্তে। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়ের সম্ভাবনা! সে চেষ্টায় বিরত থাকাই ভালো। অসঙ্গতির মাত্রায়ও তারতম্য থাকতে পারে। তা নিয়ে মতান্তর অসম্ভব নয়। মনান্তর না হওয়াই ভালো।

সত্যি কথা, ক্ষোভ কিংবা রাগের মাত্রাহীনতা যে কোনো সৌকর্যের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। বরং ব্যঙ্গ অথবা শ্লেষের মোড়কে তা হয়ে উঠতে পারে অনেক বেশি সহনীয়। নির্ভার। মজারও হয়তো কিছুটা।

বিষয় না বিষ। সেদিক থেকে বলা, বিষয়বস্তু নয় বিষবস্তুতে মাখামাখি হয়ে আছে সুদূর এবং অনতি-অতীতের সঙ্গে হালফিলের অনেক ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা।

'ফুসকুরি' নাম নিয়ে কথা উঠতে পারে। হয়তো নাতিদীর্ঘ রচনাগুলোকে 'বুদ্বুদ' বলা যেত। কিন্তু বুদ্বুদ যতখানি জলের স্বাভাবিক সহজাত প্রক্রিয়া, ফুসকুরি জীবনের ততটা নয়। বরং অসঙ্গতির চরিত্র এতটাই অদ্ভুত, অস্বাস্থ্যকর— যা ফুসকুরির অসুস্থতারই দ্যোতক হয়ে ওঠে। ভাবনা এবং ভঙ্গিতেও আপাত মেজাজ ও স্বভাববিরুদ্ধ এই সব ছড়াকে 'অশরীরী' বলাও যায় হয়তো। স্বভাবত এগুলো 'অলমিতি' লেখকের নয়, অশরীরী শূলপাণি শর্মার!

০১.০১.২০০৮

দৌড় প্রকাশনার ৯৪তম বই

১.

রবি ঠাকুর
　　ডিস্কে
আছেন বড়ো
　　রিস্কে!

২.

'ফ্ল্যাটেও থাকি
　　মাছও ধরি'
গাছেরও খাই
　　তলারও কুড়াই!

৩.

বিশেষ জ্ঞান
　　— বিজ্ঞান
শেষ জ্ঞাপন
　　— বিজ্ঞাপন!

৪.

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'
তোমরা আমাকে (কৃষি) জমি দাও
আমি তোমাদের শিল্প দেব!

৫.

মেঘালয়ে মেঘের আকাল
মরুভূমে বন্যা
সোনার মেয়ের ছড়াছড়ি
সব মডেল কন্যা!

৬.

বিজ্ঞাপনের আমি
বিজ্ঞাপনের তুমি
গান ধরেছে চন্দ্রবিন্দু
ক্যাকটাস আর ভূমি!

৭.

মে দিবস দিচ্ছে ডাক
পুঁজিবাদ নিপাত যাক

বিশ্বায়ন দিচ্ছে হাঁক
    সে দিবস চুলোয় যাক
এসো হে বহিরাগত
    বিদেশী পুঁজি স্বাগত
দলবিরোধী ভাগো তো
    অভাগা দেশ জাগো তো!

৮.

একদা দোকানকে বলা
    হত বিপণি
রামবাবু শ্যামবাবু
    খুশি আপনি
বিপণি হয়েছে এখন
    কমপ্লেক্স, মল
আহ্লাদে ডগমগ
    শুভজিৎ 'পল'
সাধ করে ঢুকে দেখি
    ভয়ানক হুড়োহুড়ি
আসলে তো চালভাজা
    যার নাম মুড়ি!

৯.

আমি জিতলে বিজয় মিছিল
    গণতন্ত্রের জয়

কালা দিবস তুমি জিতলে
জনগণের নয়!

১০.

আমার নাম তোমার নাম
ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম
কাণ্ড দ্যাখো, ভুলে যাচ্ছি
মায়ের নাম বাপের নাম!

১১.

কৃষি আমাদের ভিত্তি
শিল্প ভবিষ্যত
পুঁজিবাদের রেলগাড়িতে
বিপ্লবের রথ!

১২.

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ
লিখে গেছেন তিনি
ধান্দামূলক বস্তুবাদ
প্রয়োগ করেন ইনি!

১৩.

কান কাটা মূলো
গালকাটা ভুলো
নুর মুসা মীর
ইয়াকুব পীর
কত নেতার
    ভরসা
জেল হাজতে
    ফর্সা!

১৪.

দুই মলাটের মাঝে লেখক
    ছিলেন এতকাল
সিডির আশীর্বাদে খোদা
    এবার এন্তেকাল!

১৫.

মানো আর না মানো
    সময়ের উক্তি:
প্রযুক্তি এসে গেছে
    চাকরিতে চুক্তি!

১৬.

কোথায় যে কে আছেন
কে যে কার বশ্য
—'নেতাজি',— 'ফিরে এসো'
ফিরে এল 'ভস্ম'।

১৭.

আসুক যত
ঝড় ঝাপটা
যত হই
চিঁড়ে চ্যাপটা
যতক্ষণ
শ্বাস
ততক্ষণ
আশ
করব না ভাই
পদত্যাগ
যদ্দিন না
দেহত্যাগ!

১৮.

শূলপাণি শর্মা
দেখেশুনে সদ্য

খচে গেলে রচে ফেলে
এইসব পদ্য!

১৯.

বিনিয়োগের দু'হাত ধরে
উন্নয়ন আজ রাজ্য জুড়ে
বিশ্বায়নের দু'পা ছুঁয়ে
নিশিকন্যা বেড়ায় ঘুরে!

২০.

গায়ে আমার পুলক লাগে
চোখে ঘনায় ঘোর
'নোবেল' হাপিস আগে ভাগে
স্বামীজির ঘরে চোর!

২১.

শিল্পপতি শিল্পপতি
কোথায় তুমি যাও
শিল্পপতি শিল্পপতি
আমার দিকে চাও
তুমি থাকবে
তোমার মতন

আমি আর নেই
আগের মতন
ইউনিয়ন আর
শ্রমিক রাজ
হাড্ডিসার
চেহারা আজ
কালো হাত ভাঙবে
কে আর
সাদা কালো সব
একাকার!

২২.

আহা, কী আনন্দ
আকাশে বাতাসে
হাতে যন্ত্র
কানে মন্ত্র
চারপাশে
তুমি দেখছো
তুমি শুনছো
আশপাশে
কেউ বলছেন
কেউ শুনছেন
দূরভাষে
তিনি মোবাইল
হাই প্রোফাইল
হুজুগে
তিনি সচল

তুমি অচল
এ যুগে!

২৩.

করমচাঁদ— কর্মচন্দ্র
গান্ধী এখন গাঁধী
সব মেনেছি সব মানছি
আমরা নির্বিবাদী
গাওস্কর ছিলেন ক'দিন
আগেও গাভাসকার
কে বলেছেন— তা জানি না
এসব আভাস কার
শুনতে পাই এখন নাকি
এগিয়ে যাবার সময়
'পড়তে হয়। নইলে
পিছিয়ে পড়তে হয়'!

২৪.

এক নম্বর নায়িকা কে, এক নম্বর আমি
আমার ছবির প্রযোজক, উনি আমার স্বামী!

২৫.

উনি আমার ভূতপূর্ব স্বামী
ইনি অভূতপূর্ব!

২৬.

দিন বদলে রাত
চুপিসারে
ক্ষমতায় থাকলে আজ
ভোট বাড়ে!

২৭.

তেল কিনতে
ঘুষ খেয়েছি
ভুষি কাণ্ডে
জেল
ইতনা কাউয়া
চিল্লাতা কিউ
যেই পেকেছে
বেল!

২৮.

হীরা ফেলে
কাচ
আগুন ফেলে
আঁচ
নায়িকা ছেড়ে
ভ্যাম্প
রাস্তা ছেড়ে
র‍্যাম্প!

২৯.

নায়িকা হেসেছেন
একের পাতায়
নায়িকা কেঁদেছেন
পাঁচের পাতায়
নায়িকার নৃত্য
আছে শিরোনামে
লেখিকার মৃত্যু
লাগে কোন কামে
নায়িকার হাঁচিকাশি
জবর খবর
লেখিকার বাঁচামরা
দে শালা কবর!

৩০.

চরকা এবং অসহযোগ
দিন আর নেই আজ যে
হাতুড়ি মারা সহযোগী কেন্দ্রে
শত্রু ওরা রাজ্যে
রাজি অরাজির ভেল্কিবাজির আসলে
এমন দিন যে
শত্রু ওখানে বন্ধু সেখানে যেখানে
আমরা দীন হে!

৩১.

সেকুলার না সাম্প্রদায়িক
ওসব কথায় হয় না জোট
সেই জোটে থাকব আমি
যার যখন বাড়বে ভোট!

৩২.

ওরা না হয় সাম্প্রদায়িক
কি আর এসে যায় তাতে
ওদের সাথে মন্ত্রী আমি
ছাই দিয়েছি কার ভাতে
এরা আবার ঘরশত্রু
জাতশত্রুর 'বি' টিম
হেঁসেল ছুইনি খাচ্ছি সবই
মাছ মাংস ডিম!

৩৩.

ধর্ষণের পর খুন করেছে
ফাঁসি দিও না ওকে
প্রাণদণ্ডের বদলে দাও
মিষ্টি করে বকে!

৩৪.

লাঞ্চ করেছি
চচ্চড়ি ভাত
পায়ে রিবক
শূন্য হাত
ভাবখানা এই
লাটবেলাট
পকেট কিন্তু
গড়ের মাঠ
পেটে মারছে
ছুঁচোয় ডন
শপিং মলে
ভন্‌ভন্‌
যা খুশি তোরা
বলিস ভাই
কাঁথা স্টিচ
পাঞ্জাবি চাই

প্যাশন ছাড়া
কি আছে আর
বলেন ফ্যাশন
ডিজাইনার!

৩৫.

বুর্জোয়াদের গাল পেড়েছি
না হয় ক'দিন আগে
হিসেব কষে দেখছি এখন
ওরাই কাজে লাগে
দরমা বেড়া কৌটো চাঁদার
যুগ হয়েছে শেষ
স্বপ্নেও নেই ছিটেফোঁটা
বিপ্লবের রেশ
এখন চিন্তা অন্যরকম
ভিন্নরকম 'মটো'
থাক ক্ষমতায় বুর্জোয়ারা
'কম্যুনাল'রা হটো!

৩৬.

শের ছিলাম আমরা তখন
কারও আছে খেয়াল
গণতন্ত্রের জলে এখন
নীলবর্ণ শেয়াল

আজ মাওবাদীরা ঘুম কেড়েছে
ওদের কে সামলায়
আমরা চাই পড়ুক ওরা গণতন্ত্রী
নীলের গামলায়!

৩৭.

কবে সাম্প্রদায়িক হাত ধরেছি
এখনও সবাই বলে
কথাটা ভাবুন ভালো করে
এখন কি আর চলে
ওদের চেয়ে বুর্জোয়ারা
অনেক বেশি ভালো
ওদের ঘর করেই এত
উন্নয়নের আলো
এটা ঠিক বলবে না কেউ
ঐতিহাসিক ভুল
গন্ধ শুঁকে দেখুক না হয়
শিল্পায়নের ফুল
এমন যদি না হয় তবে
বলুন বিকল্প
অশেষ প্রেম রাজনীতির
সম্ভাবনার শিল্প!

৩৮.

বন্দে মাতরম গাইব না
যে যা বলুক ভাই
দোয়া চাই একজনেরই
দ্বিতীয় কেউ নাই
মন্ত্রী বলেন ঠিক কথা
ভুল নয় তো মোটে
ভোট কুড়োবার এমন ফিকির
ক'টাই বা জোটে!

৩৯.

আমি দেশের এক নম্বর
এক নম্বর মন্ত্রী
দু'নম্বর বাদবাকিরা
সব ষড়যন্ত্রী
কে পেরেছে আমার মতো
লাভের কড়ি গুণতে
সত্যি কথা বললে 'পরে
খারাপ লাগে শুনতে
আমাকে দুর্নীতিবাজ
জোকার বলা ভুল
আমার কাছে 'টিপস্' চাইছে
ম্যানেজমেন্ট স্কুল!

৪০.

রোল চাউমিন
খেতে ভালো
নামগুলো বেশ
জমকালো
ভীষণ তাড়া
তৈরি শেষ
পেট ভরবে
জলদি বেশ
খাও না যত
পারো তা
স্বাস্থ্যবিধির
বারোটা।

৪১.

সিঙ্গুরে
টাটা
চাল্লিভাই
টা টা!

৪২.

মন্ত্রী ছিলে
জেলে গেলে
জেল থেকে
ফিরে এলে
মন্ত্রী হলে
ফিরে এসে
তুমি ধন্য
ধন্য দেশে!

৪৩.

হিসেবরক্ষায়
'ক্যাগ'
পত্রপত্রিকা
ম্যাগ
ল্যাবরেটরি
ল্যাব
বিজ্ঞাপন
অ্যাড
চ্যাম্পিয়ন
চ্যাম্প
ফ্যাশন রাস্তা
র‍্যাম্প
ডকুমেন্টারি
ডকু

সেকুলার
    সেকু
অ্যাপয়েন্টমেন্ট
    অ্যাপো
হাঁপানির রুগী
    হেঁপো
শাক সবজি
    ভেজ
এমনি এখন
    ডেজ
হবেন না
    জব্দ
এ যুগের
    শব্দ!

৪৪.

সাক্ষ্য দেবার সময় আছে বাজার চালু ফন্দি
কাঠগড়াতেই 'অসুস্থ' হন সাক্ষী এবং বন্দি!

৪৫.

বুক ফুলিয়ে অপকর্ম
    করেছিলাম তখন
মুখ লুকিয়ে গামছাতে
    কোর্টে যাচ্ছি এখন!

৪৬.

কালে ভদ্রে মিছিলে যাই এক নম্বর ক্যাডার
দু'নম্বর পেশায় আমি সত্যি প্রমোটার!

৪৭.

সকালে উঠিয়া আমি
　　মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন
　　নিজ মতে চলি
মাস গেলে মাইনে পাই
　　হাজারে হাজারে
অফিসের বুড়ি ছুঁয়ে
　　শেয়ার বাজারে
যতটুকু কাজ করি
　　কথাই বেশি
রাজনীতি অর্থনীতি
　　দেশি বিদেশি
সত্যি বলতে গেলে
　　কাজ নেই আর
কাজ তো গাধাই করে
　　কমপিউটার
ন্যায়ের পক্ষে তবে
　　সর্বদা আমি
অন্যায়ের প্রতিবাদ
　　জরুরি ও দামি!

৪৮.

অফিসে ঢুকেই ঠিক করি
খোঁজ নেব কার কার
শালির মেয়ের বাচ্চা হবে
ফোন করা দরকার
ভায়রা ভাইয়ের অফিস বস্
দিচ্ছে নাকি গোঁজ
অফিস থেকে ফোন করে
নিতে হবে খোঁজ
মাসির আবার হাঁপের টান
শালার জ্বরজারি
এসব খবর অফিসের
টেলিফোনেই সারি
আমি ভীষণ সামাজিক
আমার অহঙ্কার
হাতের মোবাইল বাড়ির ফোন
সবই অলংকার!

৪৯.

ধর্মে আছি
জিরাফেও আছি
সরকারে আছি
বন্‌ধেও আছি!

৫০.

বিরোধীদের বন্‌ধে
গাড়িঘোড়া চলে
সরকারি বন্‌ধ নিয়ে
কে রে মুখ খোলে!

৫১.

সরকার তো বন্‌ধ ডাকে না
শ্রমিক ফ্রন্ট ডাকে
বলতে পারো এই কথাটা
বোঝাবো আর কাকে
বলতে গেলে শুনতে হয়
চালভাজা আর মুড়ি
যদিও কথা মিথ্যে নয়
ভাবের ঘরে চুরি!

৫২.

একদা বাজারি কাগজ
গাল দিত কষে
আমাদের কাজকর্মে
ওরা আজ বশে
ওরা তখন শ্রেণিশত্রু
ছিল চক্ষুশূল

পুঁজিবাদের দালাল এখন
টের পাচ্ছি ভুল
কার কতটা ভোলবদল
ধন্দ তবু যায় না
বুঝতে গেলে লাগবে এখন
সমাজবাদের আয়না!

৫৩.

ফুলটুসির তখন ছিল
ফুলের মতো মুখ
দু'বেলা না দেখলে 'পরে
হু হু করত বুক
কথা ছিল, ফুলটুসিকে
বিয়ে করব বলে
ওঠা বসা ফূর্তিফার্তায়
দিন যে গেল চলে
সেদিন রাতে ফুলটুসি
নিজেই এল বাড়ি
এক বরষা কান্নাকাটি
বিপদ নাকি ভারী
শুনে টুনে বলে ফেললাম
কি করা যায় তবে
ঠোঁট ফুলিয়ে বায়না ফুলির
বিয়ে করতে হবে
মুখটা ফুলির পাঁচের মতো
দেহ বেঢপ ফুলে

শোওয়া বসা মারকেল্লা
সব গিয়েছি ভুলে
হঠাৎ ক্ষেপে ছিটকে গেলাম
কার কীর্তি এ সব
বিয়ে করা আমার পক্ষে
এখন অসম্ভব!

৫৪.

মুলুক জুড়ে সুলুক খোঁজা
কায়দা কানুন বেশ
ধান কিনতে গান শিখেছি
ঝেঁটিয়ে এস এম এস
সেই জোরেই বাঁধা আমার
প্রথম পুরস্কার
কিসের জন্যে বিচারক
কিসের পুরুষকার!

৫৫.

দানসামগ্রী
গয়নাগাটি
সোনার থালা
সোনার বাটি
মা কালী তোর
লাগে কিসে

আমরা মরি
    ক্ষুধার বিষে
মারকাটারি
    অন্নভোগ
আমাদের যে
    কী দুর্ভোগ
তোর ভাঁড়ারে
    কয়েক টন
বাড়িতে হাঁড়ি
    ঠনঠন
সব কিছু তোর
    সোনায় মোড়া
দু'নম্বরিতে
    হঠাৎ খরা
শাড়ি কাপড়
    সোনাদানা
হাপিস করতে
    নেই মানা
পুরুত ঘুমোক
    ভাঙছি কপাট
দেখিস না মা
    করছি লোপাট!

৫৬.

লুচি কিনলে
    ডাল ফ্রি

গেঞ্জি কিনলে
আরাম ফ্রি
লুঙ্গি কিনলে
ল্যাঙ্‌ট ফ্রি
রাজনীতি করলে
দুর্নীতি ফ্রি!

৫৭.

জয়নগরের
মোয়া
হৃদয় যায় গো
খোয়া
সবখানে হয়
তৈরি
কেউ কারও নয়
বৈরী!

৫৮.

আলালের ঘরের মেয়ে হলে
সবাই ডাকে দুলালি
জমিবাড়ি বেচাকেনার
কাজকে বলে দালালি
বিয়েশাদি দেবার কাজ
তাকে বলে ঘটকালি

সংখ্যালঘুর দুঃখু বোঝা
সত্যিকারের হালাল-ই!

৫৯.

সরকারি ভাঁড়ারে
বাড়ন্ত পুঁজি
বিদেশি বেসরকারি
লগ্নি তাই খুঁজি
সরকারি পুঁজিতে
হয় শিল্পায়ন?
ভগীরথের কাজ আমার
শিল্প আনয়ন!

৬০.

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত
কিছু জুটুক না জুটুক
দিন ভাষণ তো
সুখ থাকুক না থাকুক
বেড়ে হাসুন তো
কিছু বলুন না বলুন
ঝেড়ে কাশুন তো
কিছু দেখুন না দেখুন
অ্যাড দেখুন তো

কিছু ভাবুন না ভাবুন
সব লিখুন তো
কিছু পারুন না পারুন
বাত ঝাড়ুন তো
রেস্ত থাকুক না থাকুক
মাল ছাড়ুন তো!

৬১.

বউমাকে হাতে নয়
ভাতেও মারি আমি
বউ যদি টেঁসে যায়
সব কিছু ফেঁসে যায়
জেলের ঘানি টানবে
আমার ছেলে, স্বামী!

৬২.

দেওয়াল গাত্রে লেখা আছে
পলিপ্যাক কর হে বর্জন
দেওয়ালের পাশে নর্দমায়
পলিকে দিচ্ছি বিসর্জন!

৬৩.

আইন আছে— চলবে না
দেওয়াল দূষণ
এত সত্য এত বাণীর
দেওয়াল ভূষণ!

৬৪.

সাফল্যের রূপকার
নয় রূপকথা
ভোলবদলে উপকার
এটা চুপকথা!

৬৫.

'নমোস্‌কার' দাদা
আমি বোঁটকা রাধা
বাড়ি করছেন বলে
নিজেই এলাম চলে
যেমন খুশি বানান বাড়ি
দাদা পাড়ার সেক্রেটারি
ঝামেলা হুজ্জত হলে
হাঁকবেন পটকা বলে
এডরিথিং ফিট
সব ব্যাটাকে টিট

শুধু একটা কথা
গলাবেন না মাথা
সিমেন্ট লোহা ইট বালির
দায়িত্ব যা— পটকা কালীর!

৬৬.

যাবই আমি যাব ওগো
বইমেলাতে যাব
সাড়ে বত্রিশ ভাজার মজা
কোথায় আর পাব
পিৎজা কাবাব ভেলপুরি
ফিসফ্রাই খাব
গোটাকয়েক ডিস্ক কিনলে
ফ্রি পঞ্জিকা পাব
গুষ্টিসুদ্ধ খাবার গিললে
কফি কয়েক পেগ
বইমেলা মানেই ওগো গা
ছমছম আবেগ
মেগাস্টারের ছবি দিচ্ছে
লাইন বেজায় লম্বা
মেয়ের জন্য নিতে হবে
সময় কিসের কম বা
একটার দামে দু'টো মোবাইল
সঙ্গে সিম কার্ড
বইয়ের প্যাকেটে এ সব নিয়ে
আমি তো কালচার্ড!

৬৭.

কৃষির বাড়তি লোক
    শিল্পে দেবে পাড়ি
শিল্পের বাড়তি লোক
    পাঠিয়ে দিন বাড়ি!

৬৮.

'সেজ' করতে জমি চাই
    যেই বলেছেন মন্ত্রী
কথা শেষের আগেই নোটিশ
    লটকে দিলেন সান্ত্রী
ভেজা ঠোঁট চাটতে গিয়ে
    ঝরছে দেখেন লালা
হাঁক দিলেন গ্রামবাসীদের
    এবার হটার পালা
রকমসকম দেখেশুনে
    সবাই দিশেহারা
অগ্নিশর্মা হতে গিয়ে
    ক'জন গেলেন মারা
হুঁশ ফিরলে মন্ত্রী বলেন
    হয়ে গেছে ভুল
চুপসে গেলেন সান্ত্রিমশাই
    নাকে কানে হুল
মন্ত্রী বলেন নোটিশ ছেঁড়ো
    ওসব এখন থাক

সবাই মিলে বোঝাবো ঠিক
    কয়েকটা মাস যাক
স্বপ্ন ছিল এই মওকায়
    সান্ত্রি হবেন শেঠজি
মন্ত্রীবাক্যে প্রমাদ গণেন
    ভরবে এবার পেট কী!

৬৯.

সান্ত্রি বলেন— জমি নেবার 'নোটিশ'
    দিই নি মোটে
এ সব গুজব সব সময় আলোর
    অধিক ছোটে
আমরা শুধু করেছিলাম
    'বিজ্ঞপ্তি' জারি
তখন ছিল সবচেয়ে
    সেটাই দরকারি
মন্ত্রী মুখে যাই বলুন
    হারাই নি সম্মান
দু'টো কথার তফাত বোঝ
    যে জানো সন্ধান!

৭০.

মহিলাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল কে
    আমাদের পার্টির কেউ নয় সে

মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন কিনা
    রিপোর্ট না পেলে বলা তো যাবে না
মহিলার স্বামী হঠাৎ খুন হলেন কেন
    ময়না তদন্তের আগে প্রশ্ন এ হেন
পরিবারের এ পরিণাম হল কিভাবে
    মহিলা ভালো নন চরিত্র স্বভাবে!

৭১.

বুড়ো হাবড়া
    দোতলা বাস
গিলেছে যেন
    কী ছাইপাশ
সাবু মার্কা
    হাঁটার ধরণ
মনে হয় নট
    নড়নচড়ন
গা ঘিনঘিন
    ভিড়ের মধ্যে
মাছি গলবে
    নেই সাধ্যে
সামনে বুড়ো
    গরুর গাড়ি
পেছনে ছোড়া
    তাড়া ভারী
অকাজের সব
    ছলছুতো

সাবুর ঠ্যাংয়ে
বুটের গুঁতো
ডবলডেকার
চিৎপটাং
সামনে এখন
ওরাং ওটাং!

৭২.

বারো মাসে
তেরো পার্বণ
একদা ছিল
নেই আর মন
গজিয়ে উঠেছে
হরেক পরব
ছোকরার দল
বেজায় সরব
পর্ব বেড়েছে
আর একটা
পিঠের বদলে
খান কেকটা
নিজেকে একটু
করুন শিফট্
কার্ড এসএমএস
দেদার গিফ্‌ট

পঞ্চশরের
কার্বন হে
ভ্যালেন্টাইন্‌স
পার্বণ ডে!

৭৩.

বলুন এটা
কী যুগ
শুনে রাখুন
ই যুগ
না থাকগে
ফোরসাইট
আমার আছে
ওয়েবসাইট
আর সঙ্গে
নেটবিহার
ফূর্তি মজা
কি চাই আর
ঘন্টার পর
ঘন্টা কাটে
ভুবনজোড়া
পাতা নেটে
স্তুতি নয়
হালের প্যাট
শেষ হয় না
এমন চ্যাট

কখন কোথায়
মজে মন
আমি নিজেই
মনমোহন
মন মজলে
অ্যাপো নিই
যে বেশ বলে
দেখা দিই
শুরু হয়
আনা যানা
হারিয়ে যেতে
নেই মানা!

৭৪.

অমৃতসরে লাঞ্চ
লাহোরে ডিনার
কখন চালু কখন বন্ধ
ভাল্লাগে না আর!

৭৫.

দোয়াত আছে
কালি নেই
বিদ্যুৎ আছে
গ্রাহক নেই

হুকিং আছে
    মিটার নেই
কুকিং ফ্রি
    হিটারেই!

৭৬.

কর্মহীন যুবশক্তি
    দেশের অপচয়
চাই শক্তির সদ্ব্যবহার
    আর বিলম্ব নয়
আমার কাছে নাম লেখালে
    চাকরির নেই দেরি
চুপিসারে হাটেবাজারে
    বাজিয়ে দিলাম ভেরি
চাকরি বুঝে দক্ষিণা
    নিতে থাকলাম আমি
চাকরি-বাকরি চিরকালই
    টাকার চেয়ে দামি
দিন যায় মাস যায়
    বছর তবু যায় না
ফেউয়ের মতো ঘুরছে সব
    চাকরি দেবার বায়না
ঝাঁ চকচক আপিস ছিল
    বিশাল জায়গা জুড়ে
পুলিশ হানায় বন্ধ এখন
    চিড়িয়া গেছে উড়ে!

৭৭.

গরু পণ্য
ছাগল পণ্য
এরা পণ্য খাঁচার
নারী পণ্য
শিশু পণ্য
হামেশা হয় পাচার
সত্য পাচার
তথ্য পাচার
উপায় নাকি বাঁচার
পাচারবিরোধী
প্রচার যদি
অনেকেই হন নাচার!

৭৮.

বন্ধু, সেদিন চলে গেছে
দোঁআশলা দিন এসে গেছে
ধর্মঘটকে বলতে হবে
এবার কেটে পড়ো
লালঝান্ডা হাত নিয়ে
অন্য ঝান্ডা সঙ্গে নিয়ে
সত্যাগ্রহ করতে হবে
সঙ্গে 'জেল ভরো'!

৭৯.

বিশ্বজোড়া
ওয়ার্নিং
আসছে গ্লোবাল
ওয়ার্মিং!

৮০.

দূষণের কোপে
বইমেলা
অটো লরি বাস
তার বেলা
ট্যাক্সি টেম্পো
হেলাফেলা
স্কুটার বাইক
তার বেলা
দূষণ কি আর
দূষণ ভেলা
দিব্যি ভাসছি
দুই বেলা!

৮১.

হে মেগাস্টার
তুমি উহাদের
বলিও

বালবাচ্চাদের
খাওয়ায় যেন
'পোলিও'!

৮২.

অনেককাল মন্ত্রী আছি ভোটে হয়নি জেতা
আমি ধন্য দেশ ধন্য ধন্য দেশের কেতা
দেশের লোকের মন্ত্রী আমি দলের লোকের ভোটে
দলের লোক কম পড়লে ভূতেরা সব জোটে
যেমন দেশ তেমনি দল মন্ত্রী আমি খাঁটি
তবে কিনা আমার নেই পায়ের নিচে মাটি
দেশের ভোটে মন্ত্রী হবো বহুদিনের সাধ
শিকে ছিঁড়েছে এই প্রথম ঘুচবে অপবাদ!

৮৩.

বিশ্বকাপের ওই গোলটা ভগবানের হাত
হাতের গোলেই করেছিলাম বিপক্ষকে কাত!

৮৪.

খেলার মাঠে বোনকে গাল
টুঁসো দিলাম নিদান
রেফারি দেখান লাল কার্ড
এটাই নাকি বিধান!

৮৫.

তোমার প্রিয় আমার প্রিয়
আমি সবার প্রিয়
বোনকে বলি: আন্দোলনের
ফায়দাটুকু দিও
তুমি করবে অনশন
খাবে লাঠি গুঁতো
আমি থাকব দিল্লিতে
আছে ছলছুতো
মিটিং মিছিল তুমি করবে
আঁকড়ে থেকো মাটি
ভোটের আগে এখানে এসে
আমি গাড়ব ঘাঁটি
মন্ত্রী হলে ছাড়তে হয়
বিরোধিতার নীতি
পিঁপড়ের মুখের গুড় খাবার
এটাই হল রীতি!

৮৬.

ভগবান ছাড়া করি না
আর কাউকে ভয়
এই 'ভগবান' পাঠক ছাড়া
অন্য কেউ নয়!

৮৭.

জীবনের চেয়ে আমি বড়
হাম হ্যায় মেগাস্টার
এ সব নয় আমার কথা
মিডিয়ার আবিষ্কার
আমি বললে গ্রহ তারা
সূর্য চন্দ্র ওঠে
বলার আগেই নিজের ছেলের
বিয়ের ফুল ফোটে
হবু পাত্রীর আছে নাকি
মাঙ্গলিক দোষ
খোকার ওপর পড়তে পারে
গ্রহের যত রোষ
কোষ্ঠীবিচার যোটকবিচার
জ্যোতিষীর মত জেনে
দেশের তাবৎ মন্দিরে যাই
তিথি গ্রহ মেনে
আমরা দু'জন তেনারা দু'জন
এক সঙ্গে যাই
ভোর রাতের অন্ধকারে
চুকিয়ে ফেলা 'সগাই'
চুপিসারে সারতে চাই
যতই দূরে কাছে
কিভাবে সব টের পেয়ে যায়
মিডিয়া ঠিক আছে

এসব কিন্তু সত্যি কথা
পর্দাফর্দার নয়
মা মিডিয়া বাপ মিডিয়া
জয় মিডিয়ার জয়!

৮৮.

অপহরণ করেছিল কয়েক বছর আগে
ভয় মারধর মুক্তিপণ এখনও বুকে জাগে
খুঁতো হয়ে ফিরে এলাম ঘরের ছেলে ঘরে
পণখেকোরা কয়েক কোটি হাতে পাবার পরে
ফিরে এসে পড়ে গেলাম হাজার জেরার মুখে
কেমন করে এলাম গেলাম কেমন ছিলাম সুখে
বলে গেলাম সত্যমিথ্যা রেখে ঢেকে মেপে
কে জানত ধরা থাকল লালবাজারের 'টেপে'
ঘুঘুরা সব পড়ল ধরা গোয়েন্দাদের ফাঁদে
সাক্ষ্য দিতে যাও এবার ক'দিন বাদে বাদে
নতুন করে পুরনো হ্যাপা পুরনো দিনের ঝড়
কোন বেকুব চিনতে পারে নিজের গলার স্বর!

৮৯.

নিত্যদিনই মান্য করি
আইন অমান্য কর্মসূচি
বিশেষ দিনের আইন অমান্যে
আর থাকে না অভিরুচি!

৯০.

আমার সব আইন
ভাঙাতেই আনন্দ
শীত গ্রীষ্ম শরৎ নয়
ঘোর বর্ষাই বসন্ত
হাঁটাচলা ওঠাবসায়
গুঁতোগুঁতিই পছন্দ
বেআইনি কালযাপনে
আছে যে এক সুছন্দ
খিড়কি দরজায় মগজ খেলে
বাতাস বয় সুমন্দ
সদর ঘরে ভিড় বোকাদের
ওটা তো এক কবন্ধ!

৯১.

এসেছিলাম ধরাধামে
আস্ত শরীর নিয়ে
যাবার সময় যাচ্ছি— নাক
কান দু'টোকে দিয়ে
ভেবেছিলাম যেমন আসা
তেমনি যাব স্বর্গে
গণেশবাহন খুবলে খেলেন
হাসপাতালের মর্গে!

৯২.

মৌলবাদী ঠিক বলা যায়
কাজকর্ম চলাবলায়
আঁকড়ে থাকেন মূল
আমার নেই আর মূলের দায়
ক্লান্তিও নেই স্বীকার করায়
দূরের কাছের ভুল!

৯৩.

দলের ভোটে মন্ত্রী তখন মুখে থাকত পাইপ
চামচা হাতার ভেতর ছিল আমার জন্য 'হাইপ'
মন্ত্রী থাকার ফল মিলল তেল চকচক তনু
তেল এবং গ্যাসের জোরে না জানি কী হনু
কর্ত্রীভজা দলের লোক ছিলুম বরাবর
কদ্দিন আর মন্ত্রীসভায় থাকব দু'নম্বর
কর্ত্রী যখন মাথায় আর কাকে তোয়াক্কা
দলবিরোধী কাজের দায়ে খেলুম ঘাড়ধাক্কা
ভেবেছিলুম দল গড়ে, করব বাজিমাত
সব জামানত জব্দ হল সব প্রার্থী কাত
তৈলতনু ঝোড়ো কাক চোখে সর্ষে ফুল
জীবনে ওই একবারই করেছিলুম ভুল
আমার অভাব টের পেয়ে কর্ত্রী ডাকেন ঘরে
ঘরের ছেলে ঘরে এলুম ভুল আর কেউ করে
আমি নাকি দলের চেয়েও সরকারি সম্পদ
দেশি নেত্রীর বদলে আজ মেমের বশংবদ!

৯৪.

হলেই বা তন্‌খাইয়া
ভিন্‌ রাজ্যের এম পি
দেশের জন্যে বিদেশি নয়
আমার কম প্রেম কী
দেশপ্রেমিক মাত্রেই
হবেন সহমত
এই ব্যাপারে গড়তে হবে
তীব্র জনমত
তিনি আছেন দলের এবং
জোটের প্রধান হয়ে
আমার কাজ দেশ শাসন
তার পাদুকা বয়ে
তিনি যেমন বলতে বলেন
তেমনি তখন বলি
তার দেখানো পথেই আমি
সব সময় চলি
তেনার কান্না তার হাসি
আমার কাঁদাহাসা
এভাবেই তো কাটছে দিন
দিব্যি আছি খাসা
পুরাকালে ছিলেন এক
মহান রাজা ভরত,
হালের ভারত দেখছে এবার
নতুন জড়ভরত!

৯৫.

ভেতরে লাল
    বাইরে সবুজ
আমাকে সব
    বলে তরমুজ
দোষগুণ যা
    বলো একটাই
মাঝে মধ্যেই
    ডিগবাজি খাই
ঠিক হবে না
    বলে ফেলা
দু'নৌকায়
    দু'পা ফেলা
বেদের মেয়ে
    জ্যোৎস্না
চোখের জল
    মোছ্ না
শ্রমিক নেতা
    সাবেক দলে
এমএলএ হলাম
    তোমার বলে
মহানগরের
    দায়িত্বভার
মন্ত্রীর চেয়ে
    কিসে কম আর
দলবদল তো
    ছিল ধাতে

ল্যালবাড়ি ফের
লাল হাতে
গাল খেয়ে কান
ঝালাপালা
আম তো গেলই
গেল ছালা!

৯৬.

চাষবাসে আর
নেই মতি
ফসল কেবল
ক্ষয়ক্ষতি
বদলায়নি
রীতিনীতি
ঋণের বোঝা
যথারীতি
চাষিভাই সব
আত্মঘাতী
ঘরে ঘরে দ্যাখো
নিভছে বাতি!

৯৭.

শিল্প আগে না
জীবন আগে

এই নিয়ে সব
রাত্রি জাগে
সিঙ্গুরের পর
নন্দীগ্রাম
ভূতের মুখে
ভিয়েতনাম
গুলি বন্দুক
উড়ছে আগুন
বেলা অবেলার
পুড়ছে ফাগুন
শিল্পপ্রেমী
পুলিশ ভক্ত
ঝরছে শুধু
সবুজ রক্ত
এখন বাংলা
গরমাগরম
আছে তবু
ঘেন্নাশরম
মারো গুলি
মতবাদ
মানবতা
প্রতিবাদ
দেখুক আজ
সারা বিশ্ব
বাংলা নয়
তত নিঃস্ব!

৯৮.

দেখুন
ভাবুন
　　এগিয়ে চলুন
যতটা
পারুন
　　এড়িয়ে চলুন!

৯৯.

কন্ডোম পরো
নাও
　　আসল মজা
রসগোল্লা ছাড়ো
খাও
　　খাস্তা গজা!

১০০.

নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী
　　নারীর আপনজন
পরপুরুষকে ভালোবাসি
　　আমিই তার আপন!

১০১..

চুমু খেয়েছে
বেশ করেছে
হয়নি তো আর এড্‌স
'আরও' খেলেও
ক্ষতি ছিল না
ছিল সেফেস্ট 'ডেট্‌স'
দোষ তো আর
চুমুর নয়
চুমুটা যে কৃতীর
যত দোষ তো
মিডিয়া এবং
দেশের সংস্কৃতির!

১০২.

কে বকেছে
কে মেরেছে
কে দিয়েছে গাল
ভোটে হেরে
আমার খোকা
খানা খায়নি কাল
খোকা হারেনি
দল হেরেছে
অকেজো নেতা কর্মী বলে
ভোটে হারার

দোষ কি আর
খোকাকে দেওয়া চলে
দশের সেরা
দেশের এক
নং খানদানের খোকা
দুঃখ এটাই
সেই কথাটাই
বুঝল না সব বোকা!

১০৩.

সারা দেশে আমরা হলাম
উন্নয়নের মডেল
খেয়ে এবং খাইয়ে মজা
মওকা মেলে অঢেল!

১০৪.

কেউ জানে না একই অঙ্গে
কত রূপ আমার
তারকা হয়েও চাষের শখ
তাই গড়ব খামার
চাষি বলেই জমি কেনা
কয়েক শত একর
তারকা হলেও আদিম মাটির
মাটিতেই তো শেকড়

কেয়া কসুর জমি কেনায়
কতদিনের বাসী
নায়ক হলেও আমার কিন্তু
চোদ্দ পুরুষ চাষি!

১০৫.

বধূ
মৃত
স্বামী
ধৃত
স্বামীর লাশ
সেপটিক ট্যাঙ্কে
স্ত্রী-র 'সুপারি'
মাফিয়ার ব্যাঙ্কে!

১০৬.

আমাদের কাগজ পড়ুন
এবং পড়ান
'গণশত্রু' খতম করুন
এবং করান!

১০৭.

বুঝতে হয় সময়টাকে
এবং হাবভাব
ভাবের সঙ্গে আড়ি কিসের
'হাব' এর সঙ্গে ভাব!

১০৮.

সবাই লিখবে
সবাই পড়বে
এই আমাদের লক্ষ্য
কর্মে এবং
অপকর্মেও
নেবে আমাদের পক্ষ!

১০৯.

ফটো তুলুন ফটো তুলুন
আপনার নয়, গরুর
সীমান্তদেশ বলে কথা
গরুর ফটো জরুর
গরু যাবে ঘাস খেতে
নদীর ওপার দেশে
সকাল সন্ধ্যে ঘাস খেয়েও
ফিরবে না আর শেষে

গরু খুঁজতে কোথায় যাবেন
এবার খুঁজুন দালাল
গরু কাঁদছে হেঁসেল ঘরে
পথটা সঠিক 'হালাল'!

১১০.

রামের পাসপোর্টে শ্যামকে
পাঠিয়েছিলাম বাইরে
বিদেশ দেখে মজল শ্যাম
ফেরার নাম নাই রে

'কবুতরবাজ' কাকে বলে
সেটা কি আর জানো
সাংসদের ক্ষমতা কত
এইবার তা মানো

নৈশক্লাবে ফূর্তিকালে
শ্যাম গিয়েছে টেঁসে
ইন্টারপোলের কাজকর্মে
আমি গেলাম ফেঁসে!

১১১.

সব তীর্থ বারবার
    গঙ্গাসাগর একবার
চা খাবেন একবার
    ফিরে আসবে চায়ের ভাঁড়
জল কিনবেন একবার
    এক বোতল বারবার
ইনজেকশান একবার
    বদলায় না সিরিঞ্জ আর!

১১২.

সত্যি কথা, মিথ্যে নয়
    একরত্তি
একদা ছিল, কিছু প্রভাব
    প্রতিপত্তি
আরও ছিল, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন
    সম্পত্তি
এখন দেখি, আইনের চোখে সঙ্গতিময়
    কী বিপত্তি!

১১৩.

ঘোঁট পাকান
    ছাড়ুন জোট
জোট বাঁধুন
    আসছে ভোট

নতুন জোট
ভোটের পর
এসব কাজ
বছর ভর!

১১৪.

কে তেড়েছে কে মেরেছে
লাঠি হাতে কারা
লাঠি থাকে পুলিশের
মারে যদি, তারা
ক্যাডার কেন মারতে যাবে
ওরা তুলসীপাতা
ক্যামেরা দেখায় যে সব
একেবারে যা তা
পুলিশ-লাঠি হাতে ক্যাডার
অভিযোগটা 'ফুলিশ'
পুলিশেরই লাঠ্যৌষধ
উর্দি ছাড়া পুলিশ!

১১৫.

অর্ধেক আকাশ জুড়ে
আছ তুমি নারী
চোখ মেলে দেখি তাই
ছাদে ভেজা শাড়ি!

১১৬.

রাজ্যপাল ধরো
ঝাণ্ডা
বিদ্বজ্জন তুমি
ডাণ্ডা
বিচারপতির মাইনে
বাড়াও
বিরোধী সব পেঁদিয়ে
তাড়াও
নিদান দিলাম
অবশেষে
বিধান হীরক
রাজার দেশে!

১১৭.

ও করেছে বেইজ্জতি
ওরা বাধায় হুজ্জতি
ওকে রাখলে বাড়ে মান
ওরা চটলে ভোটে টান
ওকে নিয়ে কী যে করি
ওদের কথা ভেবে মরি
ভোট কমলে কিসের মান
ধুয়ে খাব মানসম্মান
ওকে রাখব কোনখানে
পার করেছি রাজস্থানে!

ফুসকুরি ✿ শূলপাণি শর্মা



